সুখ দুঃখের কতকথা

সুকুমার মন্ডল

- হ্যাঁরে অমলা না। ... কতদিন পরে দেখা হল। সরমার কাছে শুনলাম তোর ছেলে মেয়ের বিয়ের কথা। সত্যি তুই কি লাকি রে, এর মধ্যে একলা হাতে সব কাজ সেরে ফেললি। কেমন জামাই হল বল

- আর ভাই, সবই কপাল। তোদের আশীর্বাদে আমার মিনি-র দারুণ বর হয়েছে। জামাই আমার সোনার টুকরো ছেলে। সব সময় মেয়ের পেছনে পেছনে ঘুরছে। মিনি বলতে অজ্ঞান। মিনি-র মুখ থেকে কথা খসতে না খসতে তালিম করে। মিনির পছন্দ আছে বলতে হবে।

- বলিস্ কি রে। ভারি বাধ্য জামাই হয়েছে তোর। তা হ্যাঁরে মিনি বিয়ের আগে চাকরি করত জানতাম, বিয়ের পর সেটা বজায় রেখেছে, নাকি...।

- ও মা চাকরি ছাড়বে কোন দুঃখে।

- না মানে, সংসারের ঘরকন্না, অন্য কাজ কর্ম সব সামলাচ্ছে কি করে।

- কি যে গাঁইয়ার মত কথা বলিস্। বাড়িতে কুটোটি নাড়তে হয় না মিনিকে। সকালে উঠে জামাই নিজে হাতে চা করে ওকে ঘুম থেকে ডাকে। রান্নার মেয়েটা কামাই করলে, জামাই হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে নেয় তবু মিনিকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেয় না।

- রান্নাবান্না না হোক, সংসারের আরও পাঁচটা কাজ তো থাকে। শ্বশুর - শাশুড়ির দেখাশোনা কিংবা-

-ওসব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলেছে। বিয়ের তিন মাসের মধ্যে কসবায় আলাদা ফ্ল্যাটে উঠে গেছে। শ্বশুর - শ্বাশুড়ি সিঁথির পুরনো বাড়িতে থাকে। মাগো - সিঁথি থেকে কেউ ক্যামাক স্ট্রীটে অফিস করতে পারে। ফ্ল্যাটটা না পাওয়া পর্যন্ত মিনি-র যা ধকল গেছে।

- যাই বলিস্ ভাই অমল, বিয়ের তিন মাসের মধ্যে আলাদা হয়ে -

- যাবে না তো কি। যা ঘ্যানঘ্যানে শাশুড়ি - এটা পোরো না, ওটা কোরো না, সর্বক্ষণ পেছনে টিক্‌টিক্। এখন শান্তিতে আছে। জামাই আমার এমন সরল ছেলে, কি বলবো, মিনি-র মাইনের দিকে তো ওর নজরই নেই, উল্টে ওর নিজের মাইনের টাকা পয়সা পুরোট মিনির হাতে তুলে দেয়। সংসারের খরচখরচা সব মিনির কন্ট্রোলে।

- মিনি দেখছি পাক্কা গিন্নী হয়ে গেছে। একদিন যাবোখন, ওর কসবার ফ্ল্যাটের ঠিকানাটা দিস্। তা হ্যাঁরে এতক্ষণ তোর জামাই -এর কথা শুনলাম, ছেলের বৌ কেমন হল বললি না তো।

- কি আর বললো ভাই, ওই একটা ব্যাপারে বড় মনঃকষ্টে আছি।

- ও মা, কষ্টের কেন, একটু খুলেই বলনা বাপু।

- বলার আর আছেটা কি। বিয়ের আগে থেকেই আমার সরল সিধে ছেলের মাথাটি খেয়েছে। বউ-এর আঁচলে আঁচলে ঘোরে। মাইনের টাকা সব বউ-এর হাতে তুলে দেয়, গর্ভধারিনী মা পর হয়ে গেল। আর বৌমার পোষাক আসাকের সে কি ছিরি, দেখলে গা জ্বলে যাবে। তবু যদি প্যাকাটির মত শুকনো চেহারা না হত। নবাবনন্দিনী রান্নাটান্না জানেন না। আর আমার ছেলেটাও হয়েছে তেমন, বলিহারী যাই। বেলা পর্যন্ত বউ বিছানায় পড়ে রইলো আর ও চা করে ট্রেতে সাজিয়ে তার মুখের কাছে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এসব আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বলে যায় কিনা বল্।

- লোকে ছেলের বিয়ে দিয়ে কোথায় একটু হাত পা ছড়িয়ে দিন কাটাবে ভাবে, আর হয় ঠিক তার উল্টো। আহা রে তোর কি কষ্ট।

- এবারে কমবে।

- কিভাবে।

- সানের মাসে খোকা নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাচ্ছে। আমি বাপু সাফ বলে দিয়েছি, আমি কোথাও নড়ছি না, এখানেই বেশ থাকবো।

আরাত্রিক সৃষ্টিসন্ধান